ক১

বঙ্গীয় শব্দকোষ

[ক-বর্গের উচ্চারণস্থান হনুমূল এবং করণ জিহবামূল, অর্থাৎ ক-বর্গের উচ্চারণে জিহবামূল দ্বারা ঐ বর্গীয় বর্ণসমূহকে হনুমূল স্পর্শ করাইতে বা হনুমূলে নীত করিতে হয় (তৈ ২.৩৫)। পাণিনিমতে, ক-বর্গ কণ্ঠ্য (পা ১.১.৯)। প্রাণবায়ু নাভিদেশ হইতে প্রযত্নে প্রেরিত হইয়া উর্দ্ধগমন-কালে উরঃ-প্রভৃতি স্থানে আঘাত করে এবং তৎপরে বর্ণের বা তদভিব্যঞ্জক ধ্বনির উৎপত্তি হয়; এই ধ্বনির উৎপত্তির পূর্ব্বে জিহবার অগ্র উপাগ্র মধ্য মূল, কণ্ঠতালব্যাদি বর্ণের উৎপত্তিস্থান কণ্ঠতালু-প্রভৃতি স্পর্শ করে; এইজন্য ক-অবধি ম-পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণের নাম 'স্পর্শ' (mute)। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ও উষ্মবর্ণ 'অঘোষ' (surd), বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ 'ঘোষ' (sonant), বর্গের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব অল্পপ্রাণ (unaspirated) এবং বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং উষ্মবর্ণ মহাপ্রাণ (apirated)। উচ্চারণস্থান কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ ইহাদের পর্য্যায়ানুসারে স্পর্শবর্ণের কবর্গাদি পঞ্চ বর্গের ক্রম নিরূপিত হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রক।]

প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ ও ক-বর্গের প্রথম বর্ণ।